সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৩৯
WEEKLY BOOKLET:439

# "কুতুল কুলুব"

## থেকে ৬৯টি মাদানী ফুল

## (২য় পর্ব)




- জুমার দিনের একটি দোয়া ০৬
- সিদ্দিকীনের মর্যাদা লাভ ১২
- চুপ থাকার গুরুত্ব ১৪
- দুনিয়াবী চাহিদার মাধ্যম ১৬

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# "কুতুল কুলুব" থেকে ৫৯টি মাদানী ফুল (২য় পর্ব)[১]

**আত্তারের দোয়া:** হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকা **"কুতুল কুলুব" থেকে ৫৯ মাদানী ফুল (২য় পর্ব)** পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে তোমার আনুগত্যশীল নেকীপূর্ণ জীবন দান করো এবং সে যেন ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করে বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রবেশ করে। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## দরুদ শরীফের ফযিলত

একবার কোন এক ভিখারী কাফিরদের কাছে ভিক্ষা চাইলো, তারা ঠাট্টা করে আমিরুল মুমিনীন হযরত মাওলা মুশকিল কুশা আলীয়্যুল মুরতাযা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه এর কাছে পাঠিয়ে দিল, যিনি সামনে দাড়িয়ে ছিলেন। সে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষার জন্য হাত প্রসারিত করল, হযরত আলী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ১০বার দরুদ শরীফ পাঠ করে তার হাতে ফুক দিলেন এবং বললেন: মুষ্ঠি বন্ধ করে নাও এবং যারা তোমাকে পাঠিয়েছে তাদের সামনে গিয়ে খুলবে। (কাফিররা হাসছিল যে, শূন্য হাতে ফুক দেওয়ার দ্বারা কীই বা হতে পারে)। কিন্তু ভিক্ষুক যখন তাদের সামনে গিয়ে মুষ্ঠি খুলল তখন তার হাতে একটি দীনার ছিল। এই কারামত দেখে অনেক কাফির মুসলমান হয়ে গেল।

**(রাহাতুল কুলুব, পৃ: ১৪২)**

১. এই পুস্তিকাটি আল মদীনাতুল ইলমিয়ার কিতাব " কু'তুল কুলুব" ১ম খন্ড থেকে নেওয়া হয়েছে।



www.dawateislami.net

ওয়িরদ জিসনে কিয়া দুরুদ শরীফ, আউর দিল সে পড়হা দরুদ শরীফ
হাজাতেঁ সব রাওয়া হুয়ি উসকি, হে আজব কিমিয়া দরুদ শরীফ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১) বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ দিনে নামায পড়ার সময় রুকু সিজদার আধিক্য করতে পছন্দ করতেন। আর রাতের নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করতে পছন্দ করতেন। (কু'তুলকুলুব, (উর্দু) ১/২৩৬)

## শয়তানের কার্যাবলী

(২) শয়তানের কাছে একটি সাউত (শোঁকানোর মত কোন জিনিস), একটি লাউক (চাটানোর মত কোন জিনিস) এবং একটি জারুর (ছিটানোর মত কোন জিনিস) আছে। যখন সে বান্দাকে কোন জিনিস শোঁকায় তখন তার চরিত্র খারাপ হয়ে যায়। যখন সে চাটায় তখন তার মুখ মন্দ অনিষ্ট দ্বারা কলুষিত হয়ে যায়, যখন সে কিছু ছিটায় তখন বান্দা সারারাত ঘুমিয়ে থাকে যতক্ষণ না সকাল হয়। (ফয়যানে নামায, পৃ: ৯০) (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/২৩৭)

## (৩) যা ইচ্ছা চাও, তোমাকে দান করব

بِسْمِ اللّٰهِ، مَا شَآءَ اللّٰهُ، وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، مَا شَآءَ اللّٰهُ، كُلُّ نِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ، مَا شَآءَ اللّٰهُ، اَلْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، مَا شَآءَ اللّٰهُ، لَا يُصْرِفُ السُّوْٓءَ اِلَّا اللّٰهُ

অনুবাদ: আল্লাহ পাকের পবিত্র নামে শুরু করছি, আল্লাহ পাক যা চান, আল্লাহ পাক ছাড়া নেকী করার শক্তি নেই, আল্লাহ পাক যা চান, প্রত্যেক নেয়ামত আল্লাহ পাকেরই পক্ষ থেকে, আল্লাহ পাক যা চান, প্রত্যেক ধরনের কল্যাণ আল্লাহ পাকের কুদরতী আয়ত্বে, আল্লাহ পাক যা চান, আল্লাহ পাক ছাড়া কেউই মন্দ দূর করতে পারে না।



www.dawateislami.net

যে কেউ সর্বদা ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সময় এবং ঘুমানোর সময় এই বাক্যগুলো পড়বে সে আল্লাহ পাকের হেফাজতে থাকবে এবং শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে। অতঃপর হাদিসে পাকে রয়েছে: যে কেউ এই বাক্যগুলো আরাফার দিনে ১০০ বার সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে পড়বে, আল্লাহ পাক তাকে আরশ থেকে আহবান করবেন, তুমি আমাকে সন্তুষ্টি করে দিয়েছো। আর আমার দায়িত্বে তোমার সন্তুষ্টি, আমার কাছ থেকে যা ইচ্ছা চাও, আমি তোমাকে দান করব। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/২৪৪)

(৪) আযান এবং ইকামতের মধ্যখানের সময়কে গণিমত মনে করো যে, এটা দোয়ার সর্বোত্তম সময়। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/২৪৬)

## (৫) বড় নেয়ামত

সকল মুসলমানের প্রিয় আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এক ভিক্ষুককে আঙ্গুরের একটি দানা দিলেন, বর্ণনাকারী বলেন, আমরা একে অপরের দিকে দেখতে লাগলাম, তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তোমরা আশ্চর্য কেন হচ্ছো? এতে অনেক অনুকণা রয়েছে। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/২৪৯) হাদিসে পাকে রয়েছে: مَنۡ تَصَدَّقَ بِعَدۡلِ تَمۡرَةٍ مِّنۡ كَسۡبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقۡبَلُ اللّٰهُ اِلَّا الطَّيِّبَ وَاِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيۡنِهٖ ثُمَّ يُرَبِّيۡهَا لِصَاحِبِهٖ كَمَا يُرَبِّيۡ اَحَدُكُمۡ فَلُوَّهٗ حَتّٰى تَكُوۡنَ مِثۡلَ الۡجَبَلِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পবিত্র উপার্জন থেকে খেজুরের সমপরিমাণ সদকা করলো এবং আল্লাহ পাক শুধুমাত্র পবিত্র জিনিস কবুল করে থাকেন এবং নিশ্চয় আল্লাহ পাক সেটাকে তাঁর নিজ ডান হাতে[১] কবুল করেন, এরপর

১. মনে রাখবেন, হাদিসে পাকে উল্লেখিত ডান হাত দ্বারা শরীর বিশিষ্ট ডান হাত উদ্দেশ্য নয় বরং এটা মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত, যার অর্থ হলো সেটাই যা আল্লাহ পাকের শানের উপযুক্ত। (সীরাতুল জিনান, পারা: ১১, আয়াত: ৪, ১০৪/২৩২)



www.dawateislami.net

ওই সদকাকারীর জন্য সেটা বৃদ্ধি করতে থাকেন। যেমনিভাবে কোন ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে থেকে তার ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন-পালন করে, এক পর্যায়ে তার ওই সদকা পাহাড়ের সমপরিমাণ হয়ে যায়। (বুখারী, ১/৪৭৬, হাদিস: ১৪১০)

(৬) মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াত সহকারে পড়লো, তবে সে দুই জমিন এবং দুই সমুদ্র ইবাদত দ্বারা ভরে দিলো। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/২৫০)

(৭) রাসূলে কারীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অর্জিত জ্ঞান হলো এটাই যে, তাঁর আদেশ-নিষেধ (যা করার জন্য হুকুম দিয়েছেন এবং যা করতে নিষেধ করেছেন) সম্পর্কে জ্ঞান থাকা। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/২৫৮) (তারিখে ইবনে আসাকির, ১৮/৪৫০, সংখ্যা: ২২৪৫)

## (৮) কবরে নামাযের মত অবস্থা হবে:

বর্ণিত আছে যে, বান্দার কবরে তেমনটাই প্রশান্তিময় অবস্থা হবে, যেটা তার নামাযে হত। এবং সে তার বিশ্রাম স্থলে তেমনটাই প্রাশান্তি পাবে যে অবস্থা নামাযে পেত।। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/২৬১)

(৯) কিছু বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ যখন কোন সূরা তিলাওয়াত করতেন এবং তাঁদের অন্তর সেদিকে মগ্ন হতো না (অর্থাৎ মনোযোগী হতো না) তখন তাঁরা পুনরায় সেই সূরাটি পুনরাবৃত্তি করতেন। (কুতুল কুলুব উর্দু), ১/২৬৩)

## (১০) আল্লাহ কারীম এবং কুরআনে কারীম

একবার নামায পড়ার সময় মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ইমাম জাফর বিন মুহাম্মদ সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এক আশ্চর্যজনক অবস্থা হয়ে গেলো, এমনকি তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন। হুশ আসার পর তাঁর কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বললেন: আমি বারংবার একটি আয়াতে

মুবারকা পড়ছিলাম, হঠাৎ ওই আয়াতে মুবারকা মুতাকাল্লিম (আল্লাহ পাকের) কাছ থেকে শুনলাম তখন আল্লাহ পাকের কুদরত ও মহত্বের সামনে আমার শরীর আপন জায়গায় অটল থাকতে পারল না। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/২৬৭)

## (১১) কুরআন তিলাওয়াতকারীর জন্য আদব

কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াতকারীর উচিত যে, ভয় করতে থাকা, যখন এমন আয়াতে মুবারকা তিলাওয়াত করে, যেটাতে অঙ্গিকার, প্রশংসা, উত্তত গুণাবলী এবং নৈকট্যশীলদের মর্যাদার আলোচনা রয়েছে, স্বয়ং নিজেকে সেই জায়গায় আশীন মনে করবে না, আর না নিজেকে এটার যোগ্য মনে করবে, বরং অপর মুমিনদেরকে ওই মর্যাদায় দেখবে। আর যখন এমন আয়াত তিলাওয়াত করবে, যেখানে মানুষের উপর অসন্তুষ্টির প্রকাশ করা হচ্ছে, তাদের মন্দ গুণাবলীর আলোচনা করা হচ্ছে এবং উদাসীনদের অবস্থান ও গুনাহগারদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, তখন স্বয়ং নিজেকে সেই জায়গায় মনে করবে এবং এটাকেই এই আয়াতে মুবারাকার উদ্দেশ্য মনে করবে।

(কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/২৭৫)

(১২) নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ভালো আওয়াজে কুরআনুল কারীম পাঠকারী হলো সে, যখন সে তিলাওয়াত করে তখন তোমরা তাকে দেখবে যে, সে আল্লাহ পাককে ভয় করছে। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/২৭৮) (ইবনে মাজাহ, ২/১৩০, হাদিস: ১৩৩৯)

(১৩) তিলাওয়াতে সিজদায় এই দোয়া করুন:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ الْبَاكِیْنَ اِلَیْكَ الْخَاشِعِیْنَ لَكَ

অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক! আমাকে তোমার দরবারে ক্রন্দনকারী এবং ভয়কারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দাও) (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/২৭৯)



www.dawateislami.net

(১৪) হযরত সায়্যিদুনা ইউসূফ বিন আসবাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে আরজ করা হলো যে, আপনি কুরআনুল কারীম খতম করার সময় কোন দোয়া করেন? তখন তিনি বললেন: আমি কোন বিষয়ে দোয়া করব? আমি তো আমার তিলাওয়াতের ত্রুটি-বিচ্যুতির ব্যাপারে ১০০ বার ইস্তিগফার করি। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/২৯৪)

(১৫) প্রতিদিন কুরআনুল কারীমের এক মঞ্জিল তিলাওয়াত করা উত্তম এবং এটা সুন্নাতও। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/২৫৭)

(১৬) জুমার দিনের একটি দোয়া:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ

অনুবাদ: হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে ক্ষমা করো, এবং আমার উপর দয়া করো। আমার প্রত্যেক ওই গুনাহ যা তোমার ইলমে রয়েছে, সেটাও ক্ষমা করো এবং তুমিই সবচেয়ে বড় দয়াকারী। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৩৩৩) (জামেউল উসুল, ৬/১৭০, হাদিস: ৪২৬৮)

## (১৭) আমানতের হেফাজত

আমানতের হেফাজত এটাই যে, সেটাকে গোপন করা হবে, যদি অপ্রয়োজনে সেটাকে প্রকাশ করা হয় তবে সেটা খিয়ানত হবে, কারণ আমানত অর্পণকারী এটা পছন্দ করে না যে, তার আমানতের কথা প্রকাশ করে দেওয়া হোক। আর কোন গোপন জিনিসের আসল সুরক্ষা হলো এটাই যে, সেটা (কোথাও রেখে) ভুলে যাওয়া। আর সেটা নষ্ট হওয়া হলো এটাই যে, সেটার সুরক্ষার জায়গা অনেক হওয়া। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৩৬৯)

(১৮) রোযাদারের (গালিগালাজের জবাবে) এটা বলা জায়িয যে, আমি রোযাদার। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৩৬৯)



www.dawateislami.net

## (১৯) ভালো কথা:

(২০) অপরিচিত হলো সে, যার কোন বন্ধু নেই। (২১) কুধারণা বন্ধুত্বের মধ্যে দূরত্ব করে দেয়। (২২) কাউকে সম্মান করা সর্বোত্তম অভ্যাস। (২৩) লজ্জা প্রত্যেক ভালো ও নেক কাজের কারণ।

(২৪) সবচেয়ে মজবুত উপকরণ হলো যার সাথে তুমি নিজের নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ পাও ওই সম্পর্ক, যা তোমার ও আল্লাহ পাকের মাঝখানে রয়েছে। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৩৭৫)

(২৫) যে কোন সন্দেহপূর্ণ জিনিস (অর্থাৎ যার হালাল ও হারাম বা জায়িয ও নাজায়িয হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ রয়েছে) থেকে বিরত থাকে না, তবে সে নিজেকে নফসের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৩৮৫)

(২৬) আল্লাহ পাক কোন আমল সঠিক পদ্ধতি ছাড়া কবুল করেন না এবং সেটার সঠিক পদ্ধতি হলো এটাই যে, সেটার ইলম অর্জন করা।

(কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৩৯৬)

## (২৭) আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন বলবেন

আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন বলবেন, বান্দা তো তুমি আমার ছিলে কিন্তু আমি ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু বানিয়েছো, রিযিক আমার খেয়েছো কিন্তু কাজ করেছো অন্যকে সন্তুষ্ট করার জন্য। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৩৯৭)

## (২৮) আমলে সংমিশ্রণ গ্রহণযোগ্য নয়

যদি দুধে গোবর ও রক্ত থেকে কিছু মিশে যায় তবে দুধের মতো নেয়ামত আমরা লাভ করতে পারবো না। এমনিভাবে আমাদের আমলকে কুপ্রবৃত্তি থেকে পাক পবিত্র রাখা উচিত যাতে আমরা আমাদের ওয়াজিব ও



www.dawateislami.net

হকসমূহ আদায় করে প্রতিদান ও সাওয়াবের অধিকারী হতে পারি। অতঃপর দুধের মতো নেয়ামতে যদি আমরা গোবর বা রক্ত দেখি তবে সেটা বর্জন করি এবং সেটা ব্যবহার করি না। এমনিভাবে হাকিম ও খবির রব আল্লাহ পাক আমাদের আমলে যখন লৌকিকতা ইত্যাদির সংমিশ্রণ দেখতে পান তখন সেটা আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেন এবং কবুল করেন না।

(কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৩৯৮)

(২৯) যে কোন ইবাদতকে নফসের কুপ্রবৃত্তি থেকে বাঁচানো ছাড়া পরিপূর্ণ হতে পারে না। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪০৪)

(৩০) রাতের কিয়ামে ইস্তিকামাত (অর্থাৎ ধারাবাহিকতা) অবলম্বন করা সবচেয়ে কঠিন আমল এবং অজিফা ধারাবাহিকভাবে আদায় করা মুমিনের গুণ এবং আবেদীন (অর্থাৎ ইবাদত পরায়ণ) এর পদ্বতি।

(কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪১২)

(৩১) আল্লাহ পাক যে ব্যক্তিকে ইবাদতের অভ্যাসী বানিয়ে দেন অতঃপর ওই ব্যক্তি অলসতার কারণে সেটা ছেড়ে দেয় তবে আল্লাহ পাক তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪১৩) (ইত্তিহাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন, ৩/৭৬৩)

## (৩২) সময়ের গুরুত্ব

যে ব্যক্তি আজকের দিন, অতিবাহিত হয়ে যাওয়া কালকের মোকাবেলায় আল্লাহ পাকের বেশি নাফরমানী করল তবে সে বঞ্চিত এবং যে তার অতিবাহিত হওয়া কালকের তুলনায় নেকী বৃদ্ধি না করে তবে সেও ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪১৩)

(৩৩) কোন আরিফ (আল্লাহ পাকের পরিচয় জানা আল্লাহর ওলী) থেকে বর্ণিত, আমাকে আগুনে নিক্ষেপ করে পরীক্ষা করানোটা আমাকে গুনাহে জড়িয়ে পরীক্ষার চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪১৫)



www.dawateislami.net

(৩৪) কিছু ওলামায়ে কেরাম নফসের লালসাকে ওই মাছির মত আখ্যায়িত করেছেন, যা মধু মিশ্রিত রুটির পাশ দিয়ে অতিক্রম করে এবং সমস্ত মধু গ্রহণ করার জন্য সেখানে পড়ে যায়, এবং তার ডানা মধুতে ডুবে যায়, যার কারণে সে মারা যায়। অথচ আরেকটি মাছি ওই রুটির পাশ দিয়ে অতিক্রম করে কিন্তু মধুর খুব অল্প কাছে যায়, নিজের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে এবং নিরাপদ অবস্থায় পিছনে সরে যায়। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪১৮)

## (৩৫) নফসের মালিক হওয়া এবং নফসের উপর বিজয়ী হওয়ার পন্থা

শায়খ আবু তালেব মাক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, যে বান্দা নিজের নফসের মালিক হতে চায় তবে তার জন্য নফসকে নিয়ন্ত্রণ রাখা হয় এবং অবশেষে সে সেটার উপর বিজয়ী হয়, সুতরাং যদি সে নিজের নফসের মালিক হতে চায় তবে সর্বপ্রথম তার উপর কঠোরতা করবে, যদি এইভাবে আপনি তার উপর বিজয় অর্জন করার চেষ্টা করেন তবে নিশ্চয় তার উপর বিজয়ী হয়ে যাবেন এবং যদি তার উপর কঠোরতা না করেন তবে সে আপনার উপর বিজয়ী হয়ে যাবে। সর্বক্ষেত্রে তার হিসাব করুন কারণ যদি আপনি তাকে প্রতিরোধ না করেন তবে সে আপনাকেও তার সাথে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার প্রথম স্তর হলো, প্রত্যেক মূহুর্তে তার কঠোর পর্যবেক্ষণ করুন এবং অন্তরে জাগ্রত হওয়া প্রত্যেক ধারণার উপর আমল না করে প্রথমে একটু থামুন এবং চিন্তা করুন যে, যদি এই ধারণাটা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য হয় তবে সাথে সাথেই আমল করুন। আর যদি ওই ধারণা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য না হয় তবে সাথে সাথে সেটা মন থেকে বের করে দিন যাতে সেটা পরিপক্ক হতে না পারে।

(কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪২২)



www.dawateislami.net

(৩৬) মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হতে বর্ণিত, প্রত্যেক ওই দিন যেদিনে আল্লাহ পাকের নাফরমানী করা হয় না, সেই দিন আমাদের জন্য ঈদের দিন। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪২৩)

## (৩৭) অসন্তুষ্টির আলামত

ওলামায়ে কেরাম বলেন, আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির আলামত এটাই যে, বান্দা অপরের দোষত্রুটি বর্ণনা করে এবং নিজের দোষত্রুটির কথা ভুলে যায় এবং ধারণা রাখে যে, আল্লাহ পাক মানুষের উপর অসন্তুষ্ট। আর এই বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ পাক তাকে ভালোবাসে। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪২৬)

(৩৮) লাগাতার গুনাহে জর্জরিত থাকার কারণ এই বিষয়গুলো: হিসাব-নিকাশ করা ছেড়ে দেওয়া অর্থাৎ (নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ না করা) তাওবা করতে বিলম্ব করা, অলসতার মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং আল্লাহ পাকের দরবারে তাওবা ইস্তিগফার না করা। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪২৭)

## (৩৯) গুনাহের সীমা

হযরত সায়্যিদুনা হাসান رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: আল্লাহ পাক এবং বান্দার মাঝখানে গুনাহের সামনে একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, অতঃপর বান্দা যখন ওই সীমায় পৌঁছে যায় তখন তার অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়, অতঃপর তাকে আর কখনো ভালো ও কল্যাণের তাওফীক দেওয়া হয় না। সুতরাং এই সীমারেখা অতিক্রমকারী মানুষ! তাওবাতে দ্রুততা কর এবং এই সীমারেখায় পৌঁছার আগে আগে দ্রুত ফিরে আসো, অন্যথায় দূর্বলতা ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪২৯)



www.dawateislami.net

(৪০) বান্দা যেকোন মূহুর্তে হোক আর সেটা সংক্ষিপ্ত হোক না কেন সে দুই অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারে না। অর্থাৎ হয়তো নেয়ামতের সময় হবে অথবা মুসিবতের সময়। অতঃপর নেয়ামতের সময় বান্দার উপর শুকরিয়া আদায় করা এবং বিপদের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা আবশ্যক। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪৩৫)

## (৪১) সময়ের বন্টন

বিবেকবানের উপর আবশ্যক যে, নিজের সময়কে চার ভাগে ভাগ করে নেওয়া। (১) এক সময়ে আপন প্রতিপালকের দরবারে মোনাজাত করবে। (২) এক সময়ে নিজের নফসের হিসাব-নিকাশ করবে। (৩) এক সময়ে আল্লাহ পাকের সৃষ্টি জগৎ নিয়ে চিন্তাভাবনার জন্য নির্দিষ্ট করবে। (৪) এক সময়কে পানাহারের মত জরুরী বিষয়ের জন্য খালি রাখবে কারণ ওই সময়ে অন্যান্য বাকী সময়গুলোকে যথাযথভাবে পালন করার জন্য সহযোগী হবে। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪৩৭)

## (৪২) দুনিয়াতে আখিরাতের চিন্তা

দুনিয়াবী পর্যবেক্ষণের চারটি অবস্থান রয়েছে এবং প্রত্যেক বান্দা নিজের অবস্থা অনুসারে নিজের পদমর্যাদা অনুযায়ী সেটা পর্যবেক্ষণ করে থাকে। কেউ কেউ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে দুনিয়া দেখে, এটা اُولُوالْاَلْبَاب (অর্থাৎ জ্ঞানীগণ), যাদের অন্তর থেকে পর্দা উঠিয়ে দেওয়া হয় এবং এরাই ওইসব লোক যারা হাত ও চক্ষুবিশিষ্ট এবং শিক্ষার স্তরে উপনীত। এই মর্যাদাটি ওলামায়ে কেরামের, যারা আম্বিয়ায়ে কেরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام উত্তরসূরী, কেউ কেউ দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীকে রহমত ও হিকমতের চোখে



www.dawateislami.net

দেখে, এটা ভয়কারীদের স্তর। কেউ কেউ কামভাব ও হিংসার চোখে দেখে, এটা ধ্বংস হওয়া ব্যক্তিদের স্তর এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই সকল দুনিয়াদার লোকসমূহ, যারা শুধুমাত্র দুনিয়া উপার্জনের প্রতিযোগীতায় মগ্ন থাকে এবং সেটা না পাওয়ার ক্ষেত্রে আফসোসের স্বীকার হয়।

(কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪৩৭)

## (৪৩) সিদ্দিকীনের মর্যাদা লাভ

হযরত আবু মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: বান্দা সিদ্দিকীনের (আউলিয়ায়ে কেরামের সবচেয়ে উঁচু মর্যাদা) পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে ওই সময় পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না যতক্ষণ না তার মাঝে এই চারটি জিনিস পাওয়া যায়। (১) সুন্নাত অনুসারে ফরয আদায়। (২) পরহেযগারী ও তাকওয়ার দিক দিয়ে হালাল খাবার। (৩) প্রকাশ্য অপ্রকাশ্যে নিষেধকৃত কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং (৪) মৃত্যু পর্যন্ত ওই অবস্থায় ধৈর্য ও অটলতার সাথে স্থির থাকা।

(কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪৪২)

## (৪৪) আমলের কোন শেষ নেই

হযরত সায়্যিদুনা হাসান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন যে, আল্লাহ পাকের শপথ! মৃত্যু ছাড়া বান্দার আমলের কোন শেষ নেই এবং আল্লাহ পাকের শপথ! মুমিন সেই নয় যে শুধুমাত্র কোন আমল মাস দুই মাস বা বছর দুই-এক পর্যন্ত করে বরং মুমিন তো সবসময় আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর অটল থাকে এবং আল্লাহ পাকের গোপন রহস্যের (অর্থাৎ গোপন ফয়সালার) ব্যাপারে ভয় করতে থাকে। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪৪২)



www.dawateislami.net

## (৪৫) কংকরের মাধ্যমে চুপ থাকা শিখলেন

বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর মধ্যে থেকে একজন বুযুর্গ বলেন, আমি একটি কংকরের মাধ্যমে চুপ থাকা শিখেছি। যেটাকে আমি ৩০ বছর পর্যন্ত মুখে দিয়ে রেখেছি, যখনই কোন কথা বলার ইচ্ছা পোষণ করতাম তখন সেটার কারণে আমার মুখে তোৎলামি শুরু হয়ে যেত এবং আমি চুপ হয়ে যেতাম। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪৬১)

## (৪৬) অনর্থক কথার পরিবর্তে দুই রাকাত নামায

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আমি আমার নফসের সাথে অঙ্গিকার করেছি যে, আমার মুখ থেকে যখনই অনর্থক কথা বের হবে এর পরিবর্তে আমি দুই রাকাত নামায আদায় করব, কিন্তু এই কাজ আমার জন্য সহজ ছিল, অতঃপর আমি আমার প্রতিটি কথার পরিবর্তে একটি রোযা রাখার অঙ্গিকার করে নিয়েছি, এটাও আমার কাছে সহজ মনে হলো কিন্তু আমি বিরত থাকিনি, আমি আমার নফসের উপর বাক্যের পরিবর্তে এক দিরহাম সদকা করা আবশ্যক করে নিয়েছি, সুতরাং এই কাজটি নফসের উপর কঠিন হয়ে গেলো এবং পরিশেষে আমি অনর্থক কথা থেকে বিরত হয়ে গেছি।

(কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪৬১)

(৪৭) একজন আরিফের কথা যে, ইলমকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে: নিসফে ইলম তথা জ্ঞানের অর্ধেক হলো চুপ থাকা এবং নিসফে ইলম হলো ওই বিষয়টি জানার নাম যে, ওই ইলমটি কোথায় রাখা (অর্থাৎ বর্ণনা করা) যায়। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪৬৪)

(৪৮) হযরত সায়্যিদুনা আ'মাশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, কিছু কথা এমন হয়ে থাকে, যেগুলোর জবাব হলো চুপ থাকা। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪৬৫)



www.dawateislami.net

## (৪৯) لَاَاَدْرِیْ (আমি জানি না) বলুন, اَدْرِیْ (জানি) নয়

ওলামায়ে কেরাম বলেন: এই বাক্য শিখে নিন: لَاَاَدْرِیْ (অর্থাৎ আমি জানি না) আর এই বাক্য কখনো শিখবেন না: اَدْرِیْ (অর্থাৎ আমি জানি)। যদি আপনি لَاَاَدْرِیْ (অর্থাৎ আমি জানি না) বলেন, তবে মানুষ আপনাকে শিখাবে, এক পর্যায়ে আপনি জেনে যাবেন। আর যদি আপনি اَدْرِیْ বলেন, তবে তারা আপনার কাছে প্রশ্ন করবে, এক পর্যায়ে আপনার ওই প্রশ্নের উত্তর জানা থাকবে না। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪৬৬)

## (৪৯) চুপ থাকার গুরুত্ব

বর্ণিত আছে যে, যেভাবে কথা বলা শিখেন ঠিক তেমনিভাবে চুপ থাকাও শিখুন, কারণ কথা যেভাবে আপনাকে পথপ্রদর্শন করবে চুপ থাকাটা আপনাকে বাঁচাবে। অতঃপর চুপ থাকার ফলে দুটি বিষয় অর্জিত হয়। (১) চুপ থাকার মাধ্যমে ওই ব্যক্তির মূর্খতা দূর হতে পারে, যে তোমার চেয়ে বড় মূর্খ। (২) এবং চুপ থাকার মাধ্যমে ওই ব্যক্তির কাছ থেকে ইলম অর্জন করা যায় যে তোমার চেয়ে বড় আলিম তথা জ্ঞানী। ব্যাখ্যা: অর্থাৎ আপনি চুপ থেকে তাকে বলতে দিলে তার থেকেও আপনার ইলমে সমৃদ্ধি হবে।

(কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪৬৬)

## (৫০) কথোপকথনে তাকওয়া

কখনো কখনো উপকারী আলাপচারী ব্যক্তিও নির্দ্বিধায় আলাপ করার কারণে লজ্জিত হয়। ওলামায়ে কেরাম বলেন, বান্দার তাকওয়া তার আলাপচারীতায় দেখা যায়। যখন কথা কম হয় তখন বিশুদ্ধতা বেশি হয়,



www.dawateislami.net

এবং অনেক বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ হতে বর্ণিত যে, নিরাপত্তার দশ ভাগের মধ্যে থেকে নয় ভাগ চুপ থাকার মধ্যে (নিহিত রয়েছে)।

(কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪৬৭)

## (৫১) তিন ধরনের আমলনামা

বর্ণিত আছে যে, মুখ থেকে বের হওয়া প্রত্যেক কথার জন্য তিন ধরনের আমলনামা খোলা হবে। (১) প্রথম আমলনামা হবে এই কথা কেন বলেছো? (২) দ্বিতীয় হবে এর উপর কেমন আমল করেছো এবং (৩) তৃতীয় হবে যে, এই কথা কার জন্য বলেছো? যদি সে এই তিন আমলনামার প্রশ্নের উত্তর থেকে মুক্তি পেয়ে যায় তবে ঠিক, অন্যথায় হিসাব-নিকাশের খাতিরে তার দন্ডায়মান দীর্ঘ হয়ে যাবে। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪৬৮)

## (৫২) মুমিন ও মুনাফিকের জিহ্বা

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, মুমিনের জিহ্বা তার অন্তরের পিছনে হয়ে থাকে, যখনই সে কোন কথা বলার ইচ্ছা করে তখন চিন্তা করে যদি তার স্বপক্ষে হয় তবে বলে অন্যথায় থেমে যায়। অপরদিকে মুনাফিকের অন্তর তার জিহ্বার কিনারায় হয়ে থাকে, অর্থাৎ অন্তরে যাই খেয়াল আসে বলে দেয়, এক মূহুর্তও থেমে থাকে না এমনকি ওই কথা থেকে ফিরেও আসে না। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪৬৮)

## (৫৩) অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকা ব্যক্তিদের জন্য সুসংবাদ

কথাবার্তায় কৃত্রিমতা এবং বাড়াবাড়ি থাকে, যেখানে নীরবতায় নিরাপত্তা ও গণিমত রয়েছে। সুতরাং হুযুর নবী কারীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর



www.dawateislami.net

সুন্দর উপদেশ সম্বলিত বাণী হলো: "সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যাকে তার নিজের দোষগুলো মানুষের দোষ থেকে উদাসীন করে দেয় এবং সে তার অতিরিক্ত সম্পদ খরচ করে দেয় আর অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত থাকে।

(কূ'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪৬৯) (আল ফেরদৌস বিমাসুরিল খেতাব, ২/৪৪৭, হাদিস: ৩৯২৯)

## (৫৪) নির্জনতার গুরুত্ব ও ফযিলত

নির্জনতা (অর্থাৎ একাকীত্বে থাকা) নফসের দুনিয়াবী স্বাদগুলোর মধ্যে চিন্তা-ভাবনার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, কারণ নফসের চোখের মাধ্যমে দুনিয়া প্রত্যক্ষ করা শেষ হয়ে যায়। এই কারণেই চোখ হলো অন্তরের দরজা, যেখান দিয়ে বিপদ প্রবেশ করে এবং এখানেই কামভাব ও স্বাদ পাওয়া যায়। একাকীত্ব ফিকরে আখেরাত (অর্থাৎ পরকালীন চিন্তা) সৃষ্টি করে।

(কূ'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪৬৯)

## (৫৫) দুনিয়াবী চাহিদার মাধ্যম

পেট ভরে খাওয়া দুনিয়াবী চাহিদার মাধ্যম। যেমন, কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুর নবী কারীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর পর সর্বপ্রথম যে বিদআত সৃষ্টি হয়েছিল তা হলো পেট ভরে খাওয়া। কারণ, যখন মানুষের পেট ভরে যায়, তখন তাদের কামভাব লাগামহীন হয়ে যায়। (কূ'তুল কুলুব, (উর্দু) ১/৪৭১)

(৫৬) মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়া, অর্থাৎ নিজেদের ইচ্ছায় ক্ষুধার্ত থাকতেন। (কূ'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪৭১)



www.dawateislami.net

(৫৭) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বর্ণনা করেন যে, যখন থেকে আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা উসমান গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-কে শহীদ করা হয়েছে, আমি পেট ভরে খায়নি। (কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪৭১)

(৫৮) মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত হাসান বসরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলতেন: আল্লাহ পাকের শপথ! আমি এমন লোকদেরও পেয়েছি যারা পেট ভরে খেতেন না, বরং তাদের মধ্যে কেউ যদি কিছু খেতেনও, তবে শুধু এই পরিমাণ যে, যখন জীবন ফিরে আসত, তখনই খাওয়া থেকে থেমে যেতেন। তিনি আরও বলেন যে, মুমিন কখনো পেট ভরে খায় না, বরং তার অসিয়ত সবসময় তার পাশেই থাকে (অর্থাৎ তারা মৃত্যুকে স্মরণ করতে থাকেন)।

(কু'তুল কুলুব (উর্দু), ১/৪৭২)

(৫৯) হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ থেকে বর্ণিত আছে যে, দুটি জিনিস কসাওয়াতে কালবী (অর্থাৎ অন্তরের কাঠিন্যতার) কারণ হয়, খুব বেশি পেট ভরে খাওয়া এবং খুব বেশি কথা বলা। (কু'তুল কুলুব, (উর্দু), ১/৪৭৩)



www.dawateislami.net

# সূচীপত্র

আত্তারের দোয়া: ..... ১
দরুদ শরীফের ফযিলত ..... ১
শয়তানের কার্যাবলী ..... ২
(৩) যা ইচ্ছা চাও, তোমাকে দান করব ..... ২
(৫) বড় নেয়ামত ..... ৩
(৮) কবরে নামাযের মত অবস্থা হবে: ..... ৪
(১০) আল্লাহ কারীম এবং কুরআনে কারীম ..... ৪
(১১) কুরআন তিলাওয়াতকারীর জন্য আদব ..... ৫
(১৭) আমানতের হেফাজত ..... ৬
(১৯) ভালো কথা: ..... ৭
(২৭) আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন বলবেন ..... ৭
(২৮) আমলে সংমিশ্রণ গ্রহণযোগ্য নয় ..... ৭
(৩২) সময়ের গুরুত্ব ..... ৮
(৩৫) নফসের মালিক হওয়া এবং নফসের উপর বিজয়ী হওয়ার পন্থা ..... ৯
(৩৭) অসন্তুষ্টির আলামত ..... ১০
(৩৯) গুনাহের সীমা ..... ১০
(৪১) সময়ের বন্টন ..... ১১
(৪২) দুনিয়াতে আখিরাতের চিন্তা ..... ১১
(৪৩) সিদ্দিকীনের মর্যাদা লাভ ..... ১২
(৪৪) আমলের কোন শেষ নেই ..... ১২
(৪৫) কংকরের মাধ্যমে চুপ থাকা শিখলেন ..... ১৩
(৪৬) অনর্থক কথার পরিবর্তে দুই রাকাত নামায ..... ১৩
(৪৯) لَاَدْرِیْ (আমি জানি না) বলুন, اَدْرِیْ (জানি) নয় ..... ১৪
(৪৯) চুপ থাকার গুরুত্ব ..... ১৪
(৫০) কথোপকথনে তাকওয়া ..... ১৪
(৫১) তিন ধরনের আমলনামা ..... ১৫
(৫২) মুমিন ও মুনাফিকের জিহ্বা ..... ১৫
(৫৩) অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকা ব্যক্তিদের জন্য সুসংবাদ ..... ১৫
(৫৪) নির্জনতার গুরুত্ব ও ফযিলত ..... ১৬
(৫৫) দুনিয়াবী চাহিদার মাধ্যম ..... ১৬



www.dawateislami.net

# আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা




## মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net